প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুদ্ধ ও করোনা মহামারীর মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার জন্য সরকার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও মহামারী নিয়ে আমরা আগে থেকেই সচেতন ছিলাম। তবে আমাদের আরও সতর্ক ও সাশ্রয়ী হতে হবে।

advertisement

গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফলাফলের সারসংক্ষেপ ও পরিসংখ্যান তুলে দেন। পরে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা ফলাফলের পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এ সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল উপস্থিত

advertisement 4

ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব দরজায় কড়া নাড়ছে। তরুণরা বাংলাদেশের শক্তি, তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য তাদের যোগ্য হিসেবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশ-বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে তার সরকার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমাদের শিশুদের শৈশব থেকেই এমনভাবে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে তারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনার পর থেকে পরিবর্তনগুলো মোকাবিলা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, যা তাদের ভাগ্য গড়তে সাহায্য করবে। কারণ সবাই বিএ এবং এমএ ডিগ্রি নিয়ে বড় পদে যাবে না।

সন্তান বিখ্যাত স্কুলে না পড়লে ভালো শিক্ষা পাবে নাÑ অভিভাবকদের এমন মানসিকতা পরিবর্তন করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, সিভিল সার্ভিস অফিসার এবং নেতা জেলা স্কুল থেকে উঠে এসেছেন।

প্রত্যেকটা স্কুলেই যেন ভালোভাবে পড়াশোনা হয়, সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, ‘কোনো বিদ্যালয়কে অবহেলা করা উচিত নয়। ভালো স্কুলগুলোয় ভালো ভালো শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে ভালো ফল করাটা সহজ।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সাফল্যের কৃতিত্ব তাদের (শিক্ষক বা বিদ্যালয়) দেওয়া উচিত, যারা তাদের মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তুলতে পারে।’

দুর্যোগে নারীর দুর্ভোগ বেড়ে যায় বহুগুণ : এদিকে গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা সেনানিবাসে এক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে। ‘আন্তর্জাতিক নারী শান্তি ও নিরাপত্তা-ডব্লিউপিএস’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এ সেমিনার আয়োজন করা হয় আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যা নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা-ডব্লিউপিএস এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশ এই প্রস্তাব প্রণয়নে অংশ নিতে পেরে গর্বিত। শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার নারী নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় সামগ্রিক উন্নয়ন ও মূলধারার আর্থসামাজিক কর্মকা- নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের ক্ষমতায়নের পথে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার কথাও রয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা, খেলাধুলা, সশস্ত্র বাহিনী প্রভৃতি খাতে নারীদের বর্ধিত অংশগ্রহণ ও অবদান বাংলাদেশের আর্থসামাজিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে।

সরকারপ্রধান বলেন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকা- নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশে সব ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতার উন্নতি হয়েছে। শান্তিরক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে নারীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ একটি রোল মডেল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকা- নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গসমতায় বাংলাদেশের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে নারীরা এখন সচিব, বিচারপতি, উপাচার্য এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জেনে তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন, ‘আমরা মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছি। আমরা তাদের দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পেরেছি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৭ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ, কানাডা এবং যুক্তরাজ্য কর্তৃক চালু হওয়া প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রধানের বর্তমান চেয়ার হিসেবে সবাই ডব্লিউপিএস এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে কোনো যুদ্ধ-সংঘাত রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনও বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।